দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 MAY 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

027

বছরে দুধের ঘাটতি ৮০ লক্ষ টন

॥ বিমল কুমার সাহা ॥

ঝিনাইদহ, ২৪শে মে—দেশের ক্রমবর্ধমান দুধের চাহিদা পূরণ ও গ্রামের বেকার যুবকদের কর্ম-সংস্থানের জন্য গ্রামে গ্রামে মিনি ডেয়ারী ফার্ম স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ডেয়ারী ফার্ম স্থাপনের মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনীয় খাঁটি দুধ উৎপাদনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দেশ এখন বিদেশী গুঁড়া দুধের উপর নির্ভরশীল। আর বিদেশ হইতে গুঁড়া দুধ আমদানীতে বছরে প্রায় ১৮০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হইতেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক তথ্যে জানা যায়, ১৯৭৫-৭৬ সাল হইতে ১৯৮৪-৮৫ সালে

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

দেশে দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর উৎপাদন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইলেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে মাথা প্রতি দুধ পানের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞ বার্ণার্ড তারভিস-এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু দৈনিক দুধ খাওয়ার প্রয়োজন ২৫০ মিলিগ্রাম। তদস্থলে খায় মাত্র ২০ হইতে ৩০ মিলিগ্রাম। অর্থাৎ প্রতিদিনের মাথাপিছু দুধের ঘাটতি ২৩০ মিলিগ্রাম। আর এ হিসাবে বাংলাদেশে দুধের বার্ষিক ঘাটতি প্রায় ৮০ লক্ষ টন।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ কৃষি শুমারি রিপোর্টে জানা যায়, দেশে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ছিল ৮৯ লক্ষ ৬৯ হাজার। সকল গাভী বছরে সব সময় দুধ দেয় না। গাভীগুলি দেশের চাহিদার শতকরা মাত্র ১০/১১ ভাগ পূরণ করিতে সক্ষম হয়।

অভিজ্ঞ মহল বলিয়াছেন, বর্তমানে আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে বহু শিক্ষিত বেকার যুবক আছে। তাহাদেরকে স্বল্প সুদে ঋণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ডেয়ারী ফার্ম স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা যাইতে পারে। দেখা যায়, একটি উন্নত জাতের গাভী প্রতিদিন ১৫/১৬ সের দুধ দেয়। এ ধরনের ৩/৪টি গাভী দিয়া একটি মিনি ডেয়ারী ফার্ম স্থাপন করা যাইতে পারে। এই মহলের মতে গ্রাম এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ডেয়ারী ফার্ম স্থাপনের মাধ্যমে বেকার যুবকদের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা হইলে চাকুরীর জন্য শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমিয়া যাইবে।